



36532 - কবেরবানরি গশেত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু বণ্টন করতে হবে?

প্রশ্ন

আমরা কবেরবানরি গশেত ক কবরব? আমরা ক গশেতকে তনিভাগ কবরব; নাকি চার ভাগ কবরব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কবেরবানকিরী কবেরবানরি গশেত নজিে খতে পারনে, হাদিয়া দতিে পারনে এবং সদকা করতে পারনে। দললি হচ্ছে আল্লাহ্ র বাণী: “অতঃপর তমেরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ অভাবীকে আহর করাও”।[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৮] আল্লাহ্ আরও বলনে: “তখন তমেরা তা থেকে খাও এবং আহর করাও এমন দরদিরকে যে ভকি্ষা করে এবং এমন দরদিরকে যে ভকি্ষা করে না। এভাবে আমরা সগেলকে তমেদরে বশীভূত করে দয়িছে যাতে তমেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর”।[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৬] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তমেরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করে রাখ”।[সহহি বুখারী] হাদসিে “খাওয়াও” কথাটি ধনীদরেকে হাদিয়া দয়ো এবং দরদিরদেরকে দান করাকে অন্তর্ভুক্ত কববে। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তমেরা খাও, সংরক্ষণ করে রাখ এবং দান কর”।[সহহি মুসলমি]

কবেরবানরি গশেত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু হাদিয়া দেওয়া হবে এবং কতটুকু সদকা করা হবে এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে। তবে এ ক্ষত্রে প্রশস্ততা রয়ছে। অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছে- এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া এবং এক তৃতীয়াংশ সদকা করা। যে অংশটুকু খাওয়া জায়যে সে অংশটুকু সংরক্ষণ করে রাখাও জায়যে; এমন ক সটো দীর্ঘ দনি পর্যন্ত হলওে যতদনি পর্যন্ত রাখলে এটি খাওয়া ক্ষতকির পর্যায়ে পট্টেববে না। কনিতু যদি দুর্ভকি্ষরে বছর হয় তাহলে তনিদনিরে বশো সংরক্ষণ করা জায়যে নয়। দললি হচ্ছে সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) এর হাদসি তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তমেদরে যে মধ্যবে ব্যকতি কবেরবান কবছে তৃতীয়া রাত্ররি পররে ভরে বলোয় তার ঘরে যনে এর কোন অংশ অবশষ্টি না থাকে”। পররে বছর সাহাবায়ে করোম জজিৎসে করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা ক গিত বছরে মত কবব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তমেরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর। ঐ বছর মানুষ কষ্টে ছিল। তাই আমি চয়েছে তমেরা তাদরেকে সহযোগতি কর”।[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]



ওয়াজবি কেরবানি হোক কথিবা নফল কেরবানি হোক; গশত খাওয়া কথিবা হাদিয়া দেয়ার হুকুমরে মধ্যে কোন পার্থক্য নই। অনুরূপভাবে কোন জীবতি ব্যক্তরি পক্ষ থেকে কেরবানিকরা হোক কথিবা মৃত ব্যক্তরি পক্ষ থেকে কেরবানিকরা হোক কথিবা কোন ওসয়িতরে প্রক্ষেতি কেরবানিকরা হোক এ বধিনরে মধ্যে কোন পার্থক্য নই। কেননা ওসয়িত-পূরণকারী ব্যক্তি ওসয়িতকারীর স্থলাভিষিক্ত হন। ওসয়িতকারী খতে পারনে, হাদিয়া দতি পারনে এবং সদকা করতে পারনে। কেননা এটাই তো মানুষরে মাঝে প্রথাগতভাবে প্রচলতি। আর যটো প্রথাগতভাবে প্রচলতি সটো শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করার সমতুল্য।

প্রতিনিধিকে যদি তার নিয়োগকর্তা খাওয়া, হাদিয়া দেওয়া ও সদকা করার অনুমতি দনে কথিবা বিশিষে কারণ বা প্রথা অনুমতি দেয়াকে নরিদশে করে তাহলে তিনি সটো করতে পারনে। নচৎে তিনি নিয়োগকর্তাকে হস্তান্তর করবনে। নিয়োগকর্তা নজিে বণ্টনরে দায়িত্ব পালন করবনে।

কেরবানির পশুর গশত, চামড়া ইত্যাদি কোন কিছুই বক্রিকরা হারাম। কসাইকে তার পারশিরমকি কথিবা পারশিরমকিরে অংশ বিশিষে কেরবানির পশুর গশত থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা এটা বচো-বক্রিরি অধিকৃত।

আর যাকে কেরবানির পশুর হাদিয়া দেওয়া হল কথিবা সদকা দেওয়া হল তিনি এ গশত বক্রিকরা কথিবা অন্য যা ইচ্ছা তা করতে পারবনে। তবে, তাকে যদি হাদিয়া দিয়েছেনে কথিবা সদকা দিয়েছেনে তার কাছে বক্রিকরতে পারবনে না।